

সনাতনি মূল্যবোধ পাল্টাতে হবে

গত ১১ এপ্রিল শুক্রবারে বাইতুল মোকাররম মসজিদর সামনে পুলিশের সাথে আলেম ওলামাদের মারামারি, সংঘর্ষে হতবাক হয়ে গিয়েছি! আমি বিস্মিত! এ আমরা কোন দেশে বাস করছি? নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে দেশে এরকম বিক্ষোভ হয় সে দেশে আর যাই হোক নারী মুক্তি কখনো আসতে পারে না। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে। আলেম ওলামা হুজুর মোল্লা ধর্মীয় গোষ্ঠী যে নারীর চরম শত্রু তা এখন হারে হারে সত্য প্রমান হলো। এটি এখন জলন্ত সূর্যের মত সত্য। অথচ আমরা বার বার এই সত্য টা বুঝেও না বোঝার ভান করছি। এইসব ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা ই নেয়া হচ্ছে না। সরকার কি এগুলো দেখে না? নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করার পর থেকেই প্রতি শুক্রবারে জুম্মার নামাজের পর আলেম ওলামারা লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষ নেমে পরছে! অথচ সরকার তখন নীরব ভূমিকা পালন করেছে। সরকার ইচ্ছা করলেই হার্ডলাইনে যেতে পারতো। কিন্তু সরকার তা না করে এই আলেমা ওলামা তথা নারী শত্রু গোষ্ঠীকে প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ১১ এপ্রিলের এই ঘটনা। এই ঘটনা প্রমান করে যে বাংলাদেশেও আরেকটি আফগানস্থানে পরিনত হতে পারে।

আমাদের সমাজে নারী কে মানুষ বলেই মনে করা হয় না। এ সমাজের দৃষ্টিতে নারী একটি মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই না। পুরুষতন্ত্র যুগ যুগ ধরে নারীকে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্র করে এসেছে। আর ধর্মীয় গোষ্ঠী সেই ষড়যন্ত্রে চূড়ান্তভাবে অংশগ্রহন করেছে এবং মদদ দিয়েছে। ঔ আলেম ওলামারা তো প্রকাশ্যেই বলেছে তারা নারী মুক্তি চায় না, সমান অধিকার চায় না। তারা নারীকে পর্দার মধ্যে বন্দী করে রাখতে চায়। সুতরাং তাদের সাথে কোন যুক্তিতে গিয়ে লাভ নাই। নারীকে তার সমান অধিকার পেতে হলে যে কোন মূল্যে ওই আলেম ওলামাদের বিরুদ্ধে রুখে

দাড়াতে হবে। সমাজ এমনিতেই পুরুষতান্ত্রিক। ‘নারী প্রাকৃতিকভাবেই গৃহস্থালির কাজ করার জন্য উপযুক্ত এবং ঘরের বাইরে কাজ করার উপযুক্ত না’- এসব কথা এই আধুনিক যুগেও আমাদের চারপাশেই শোনা যায়। নারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানোর জন্য এটি একটি পুরানো ছুতো। আমাদের সমাজ নারীক ঘরে বন্দী করে রাখার জন্য প্রকৃতির দোহাই দেয়। এরকম বহু ছেলে কে দেখেছি যারা বাইরে খুব আধুনিক, পোশাক-আশাক চাল চলনে ‘মডার্ন’ কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের মানসিকতা চরমভাবে সংকীর্ণ, মৌলবাদি ও নীচু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছেলেকেই বলতে শুনেছি ‘ ভারতের কালচার খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে, মেয়েরা ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরছে।বাংলাদেশ মুসলিম দেশ। বাংলাদেশ এখনো ভাল আছে , মেয়েরা ঘরে থাকে, স্বামীর কথা শুনে। খোলামেলা ড্রেস পরে না।’ তাদের এই কথা মাধ্যমে যে তাদের কত নীচু মানসিকতা ও কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে তা ভাবতেই গা শিউরে উঠে! আমাদের গ্রামাঞ্চলের কথা বাদ ই দিলাম। শহুরে সমাজে তরুণ প্রজন্ম যে কি ধরনের জঘন্য নারীবিরোধী মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠছে তা বলাই বাহুল্য। নারী স্বাধীনতা, নারীর সমান অধিকার এগুলো তাদের কাছে ‘ খারাপ’। নারী মুক্ত হলে তাদের দৃষ্টিতে সমাজ ‘খারাপ’ হয়ে যাবে। তাদের কাছে নৈতিকতা মানে হচ্ছে নারীর মাথায় ঘোমটা দেয়া, শরীর ঢেকেটুকে চলা, মাথা নিচু করে চলা, প্রতিবাদ না করা, ঘরে থাকা, পরপুরুষের দিকে না তাকানো ইত্যাদি । এর জন্য সম্পূর্ণভাবে সমাজ দায়ী। তথাকথিত ‘শিক্ষিত’, ‘রুচিশীল’ ছেলেরা তাদের স্ত্রীদের কে এখনো নিজেদের সম্পত্তি হিসেবেই দেখে। স্ত্রীরা রাত করে বাড়ি ফিরলেই তাদের কাছে স্ত্রীরা খারাপ হয়ে যায়। নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে এই সমাজে কিছুই নাই। এই যদি হয় সমাজের চিত্র সেখানে ধর্মীয় গোষ্ঠী নারীকে ঘরে বন্দী করার জন্য আন্দোলন বিক্ষোভ করলে সমাজের অবস্থা কি দাড়াবে তা কি কেউ ভেবে দেখেছে?

এই সমাজের প্রত্যেকটি সনাতনি মূল্যবোধ নারীমুক্তিবিরোধী। বাঙালী সংস্কৃতিও নারীর সমান অধিকার এর পথে অন্তরায়। সেই সাথে যোগ হচ্ছে ধর্মীয় উন্মাদনা। আসলে মেয়েদের সমান অধিকার পেতে হলে আরো অনেক পথ

অতিক্রম করথে হবে। প্রতিটি মেয়েকেই প্রতিবাদি হতে হবে। সনাতনি মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ধর্ম এসবের দোহাই দেখে যেন মেয়েরা দমে না যায়। নতুন কিছু সমাজে চালু হলেই সবাই গেল গেল বলে রব তোলে। পরে আশ্চে আশ্চে তা সয়ে যায়। মেয়েদের ও তথাকথিত ‘মূল্যবোধ’, ‘সংস্কৃতি’, ‘ধর্ম’ (যেগুলোর দ্বারা যুগ যুগ ধরে নারী অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ণ, বৈষম্যের শিকার) কে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এতে কে কি বলল তাতে কান দিলে চলবে না।

ফাহিমদা মাহবুব,
মিরপুর,ঢাকা